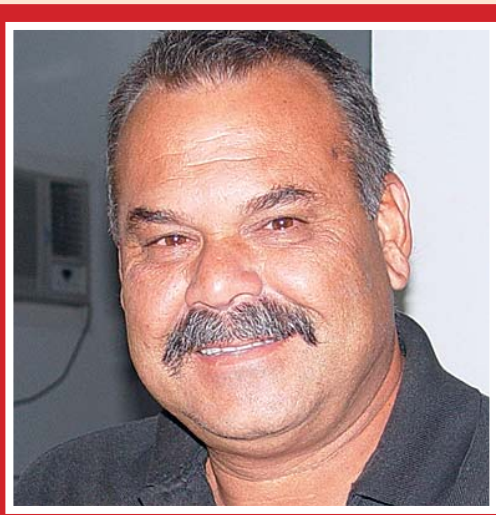

Ô¯^cœR‡qi c‡_ hvÎv ïi“Õ

†Wf †nvqvU‡gvi

আমি ডেভানল আমার বাবা ডেভেনল আমার ছেলে ডেভেনাল, হুঁ! আমরা সবাই ডেভেনল। হাইস্কুলের গন্ডি না পেরুতে পারলেও ডেভেনলের ঐতিহ্য আমি রেখেছি।'

'খুবই পিতৃতান্ত্রিক অহং, ডেভ এবং আপনার বউয়ের নামের শুরুতে ডেভেনল না থাকলেও শেষে নিশ্চয়ই হোয়াটমোর আছে, তাই না! পুরুষতান্ত্রিক ভালোবাসা।' এরকম খোঁচার জন্য ডেভ প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু নির্মল হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দেন এটা তার সীমাবদ্ধতা। এরকম অনেক সীমাবদ্ধতা আছে ডেভেনল ফ্রেডরিক হোয়াটমোরের, কিন্তু সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার সামর্থ্য রাখেন তিনি, খ্যাতিমান ক্রিকেটার না হয়েও ক্রিকেটে একজন স্বপ্নজয়ী পথ প্রদর্শকের আইকনে ক্রমাগত নিজেকে তৈরি করতে যাচ্ছেন। সেই চেষ্টার সাম্প্রতিক সাফল্য জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের টেস্ট সিরিজ ও একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সিরিজ জয়। অভিভূত ক্রিকেটপ্রেমীরা ঐতিহাসিক বিজয়ের মাহেন্দ্রক্ষণে আপ্লুত ভালোবাসায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামজুড়ে আবেগের ঢেউয়ে লিখেছে 'হোয়াটমোর আওয়ার হিরো', 'উই লাভ হোয়াটমোর', 'দ্য ম্যাজিক ম্যান'। কিন্তু এসব আবেগে হোয়াটমোর কেবল তৃপ্তির হাসিই হাসেন। বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বকাপ জয়ের যে স্বপ্ন দেখে, এখন সে জয়ের পথে অনেক জঙ্গল-বাঁধা ডিঙ্গিয়ে কেবল যথাযথ পথটিকে নির্দিষ্ট করা গেছে। এখনও অনেক দূর যেতে হবে। অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। কখনো কখনো পারফরমেন্স ভালো নাও হতে পারে, কিন্তু পথ থেকে সরা যাবে না।

সাপ্তাহিক ২০০০ গত ৮ ফেব্রুয়ারি মুখোমুখি হয়েছিল ছোট দেশের লাখো ক্রিকেটপ্রেমীর স্বপ্ন-রূপকার, বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ অ্যাংলো-শ্রীলঙ্কান ডেভ হোয়াটমোরের। গুলশানে তার এপার্টমেন্টে। আগামী মে মাসে শেষ হচ্ছে তার বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ।... সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মায়া Aeš¨**

২০০০ : বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের কোচ হিসেবে যুক্ত হওয়ার আগে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সম্পর্কে কেমন ধারণা ছিল?

হোয়াটমোর : বাংলাদেশে আসার আগে আমি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, ওই দলের কোচ হিসেবে। ২০০০-২০০১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান ওয়ান ডে চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম ঢাকায় আসা। সেই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ খুব খারাপ করেছে। বাংলাদেশ দল নিয়ে তেমন একটা আগ্রহী ছিলাম না। এবং আমরা বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে খেলেছিলাম। ফাইনালে পাকিস্তানের সঙ্গে হেরেওছিলাম। সেটা আমার প্রথম অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ সম্পর্কে। আমরা শেরাটন হোটেলে ছিলাম। শহরে ছিল প্রচন্ড ট্রাফিক জ্যাম। অজস্র রিকশা, অভিজ্ঞতায় আমার প্রথম অনুভূতি হচ্ছে শহরটা খুবই ঘন বসতির। দম ফালানোর ফুরসত নেই। একটা স্মৃতি মনে করতে পারছি, সেটা হলো সেসময় গুলশান একটা বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। শেরাটন থেকে ওখানে যেতে প্রায় এক ঘন্টা লেগেছিল।

২০০০ : তখন বাংলাদেশের কোচ হবেন এমন ধারণা কি উঁকি দিয়েছিল?

হোয়াটমোর : না। একদমই না। সে সময় আমি শ্রীলঙ্কাতে দুই বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ ছিলাম।

২০০০ : বাংলাদেশের কোচ হলেন কি করে, মানে শ্রীলঙ্কার মতো ওরকম একটা বিশ্বজয়ী দলকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব নিলেন কি মনে করে?

হোয়াটমোর : বাংলাদেশ দলের দায়িত্ব নেয়ার ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে প্রথম কথা হয় মাহবুব আনাম, তখনকার ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান এবং বোর্ড অ্যাডভাইজার, তার সঙ্গে। শ্রীলঙ্কান সিনিয়র ক্রিকেটার অরবিন্দ ডি সিলভার মাধ্যমে পরিচয় হয়। দ্বিতীয় দফায় (১৯৯৯-২০০৩) শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করতে গিয়ে আমি বুঝতে পারছিলাম ওখানে বেশিদিন কাজ করা যাবে না, কারণ বোর্ড খুবই নিয়ন্ত্রণ করে আমাকে এবং কাজের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলছিলাম। আর অরবিন্দ জানতো শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আমার কনট্রাক্ট বাড়বারও সুযোগ নেই। তাই মাহবুব আনামের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়।

২০০৩-এর বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে পোর্ট

প্রোফাইল | কোচ ডেভ হোয়াটমোর

২০০৩-বর্তমান পর্যন্ত : বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড নিযুক্ত বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের কোচ
১৯৯৯-২০০৩ : শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড নিযুক্ত শ্রীলঙ্কার জাতীয় দলের কোচ
১৯৯৭-১৯৯৯ : ইংল্যান্ডে ল্যাঙ্কাশায়ার ক্রিকেট কাউন্সিলের অধীনে কোচ
১৯৯৫-১৯৯৭ : শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড নিযুক্ত শ্রীলঙ্কার জাতীয় দলের কোচ
১৯৯১-১৯৯৫ : ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়ার কোচ

এলিজাবেথে তার সঙ্গে খেলার ফাঁকে ফাঁকে কথা হয়। প্রথম আমরা আলোচনা করি, কোচ হিসেবে কথা হয়। সেই সময় একই সঙ্গে সাউথ আফ্রিকার সঙ্গেও আমার কথা হয়।

২০০০ : কিন্তু আপনি বাংলাদেশকে প্রাধান্য দেন কেন?

হোয়াটমোর : কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের দর্শক, ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ, মাঠ, স্পন্সরশিপ, অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুযোগ ইত্যাদি আলোচনায় জেনে এবং বাংলাদেশের তখনকার র‍্যাঙ্কিং, বটম র‍্যাঙ্কিং, ২০০৩ বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খুব খারাপ করেছিল, কানাডার কাছেও হেরেছিল। আমার মনে হয়েছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে বাংলাদেশ একটা বড় চ্যালেঞ্জকে প্রতিনিধিত্ব করছে। এবং মনে হয়েছে আন্ডারডগ। এখানে চ্যালেঞ্জের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার কাছে। সে সময় সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে এরকম একটি দেশকে তুলে আনার চ্যালেঞ্জ একটি ভালো টিমকে আরো ভালো করার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অনেক বেশি আগ্রহের ছিল আমার কাছে। তাই আমি বাংলাদেশে কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার ক্ষেত্রে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলাম।

২০০০ : আন্ডারডগ বিবেচনা করলেন কেন?

হোয়াটমোর : কারণ র‍্যাঙ্কিং। আইসিসি'র র‍্যাঙ্কিয়ে বাংলাদেশ তলায় অবস্থান করছে, অথচ উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের মতো এখানকার সমর্থক আছে, ভালো গ্রাউন্ড, ইক্যুইপমেন্ট, পিচ, স্কোরবোর্ড, স্পন্সরশিপ এবং ক্রিকেটে অর্থ খরচ করার মানসিকতা, এগুলোই বিবেচ্য ছিল। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের পর অগ্রগতি আরো ভালো। আমার মনে হয়েছিল, 'ইটস রিয়েলি স্লিপিং জায়েন্ট'। এখন মনে হয় আমার মনে হওয়া যথার্থই। যখন মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি বলি, আমাদের গতি ধীর, কিন্তু যথার্থ।

২০০০ : যেহেতু আপনি একজন পেশাদার কোচ, তাই বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থ আসলে বাছাইয়ে কতটা গুরুত্ব পেয়েছে?

হোয়াটমোর : হ্যাঁ, অর্থ একটা বড় ডিভাইডিং ফ্যাক্টর। এবং যে তথ্যটি মিডিয়া জানে না, সেটা হলো, আমি সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে কম অর্থের বিনিময়ে কাজ করা পেশাদার কোচ। এটা খুবই বিস্ময়কর, তাই না?

২০০০ : সবচেয়ে বেশি অর্থ পান কোন পেশাদার কোচ?

হোয়াটমোর : যদিও এটা খুঁজে বের করা বা এর জবাব তৈরি করা আমার কাজ নয়, তবু আমার ধারণা পাকিস্তানের কোচ, ইংলিশ, বব উলমার।

২০০০ : বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আসি আবার, তো আপনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং প্রায় দুই বছরের মাথায় সফলতা এবং কিছু ব্যর্থতার মধ্যে সেই চ্যালেঞ্জের বিষয়টি কেমন, কতদূর মনে হচ্ছে?

হোয়াটমোর : বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আমার দুই বছরের চুক্তি প্রায় শেষ হতে যাচ্ছে। এবং আমার মনে হয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ পূর্বের কোচদের তুলনায় আমি সবচেয়ে বেশি সময় যুক্ত আছি এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের কাছ থেকে অর্জনও অনেক। মাঝে মধ্যেই বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের পারফরমেন্স অনেক হতাশ অনুভূতি তৈরি করেছে। কিন্তু জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিজয় আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছে। ভীষণ আবেগি হয়ে পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল, খুবই আশাহত এবং আশার ক্রমাগত যুদ্ধে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে জয়, চ্যালেঞ্জে জয়ী হওয়া। কিন্তু একই সঙ্গে আমি মনে রাখি এটা স্বল্প সময়ের চ্যালেঞ্জ নয়, এ চ্যালেঞ্জের পথ অনেক দীর্ঘ। এ দীর্ঘ যাত্রায় প্রত্যেকেই সহজে হতাশ হয়ে পড়বে। কারণ আমরা পারফরমেন্স চাই। দীর্ঘ সময় যাত্রায় এটা একটা দিক মাত্র। আবার লোকজন আমাকে প্রশ্ন করতে পারে, কবে আমরা বিশ্বের বড় দলগুলোর বিরুদ্ধে জিততে পারবো। আসলে এর কোনো নির্দিষ্ট জবাব নেই, নির্দিষ্ট বছর, মাস, দিন-ক্ষণ নেই। তো র‍্যাঙ্ক অর্জন করতে চাইলে, অর্থাৎ সেরকম একটা জায়গায় যেতে চাইলে, পথটা কখনই সোজা হবে না, এটা মাথায় রাখতে হবে। পথ অনেক উঁচু-নিচু, বন্ধুর। কিন্তু আমার দুই বছরের শেষে আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নতির গ্রাফ যথার্থ নির্দেশনায় এগুচ্ছে। উন্নতির গতি ধীর, কিন্তু খুবই অর্থপূর্ণ এবং অবশ্যই সঠিক পথে যাচ্ছে। আবার জোর দিয়ে বলতে চাই, জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয়ে আমরা বিশ্বকাপ জয়ের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন জয়ের পথ কেবল খুঁজে পেয়েছি। আমাদের এখন অনেক দূর যেতে হবে। এই পথ খুঁজে পাওয়াটা যথার্থ এবং খুবই অর্থপূর্ণ।

২০০০ : জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে টেস্ট এবং ওয়ান ডে'র জয়কে গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং বলছেন, তো এ টার্নিংয়ে এর আগে ভারতের বিরুদ্ধে ঢাকায় একদিনের আর্ন্তজাতিক ম্যাচে জয়ের কোনো অবদান আছে কি?

হোয়াটমোর : হ্যাঁ আছে। ক্রিকেট খেলায় মানসিক জোর, দক্ষতা অর্জন তো খেলার টেকনিকে দক্ষতা অর্জনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের বিরুদ্ধে বিজয়, সাহস এবং আস্থা বাড়িয়েছে অনেক।

২০০০ : বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি শেষ হচ্ছে কবে?

হোয়াটমোর : এ বছরের মে মাসে।

২০০০ : মে মাসেই তো বাংলাদেশের ইংল্যান্ড ট্যুর, খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেলা। কিন্তু এরপর কি থাকছেন না দলের সঙ্গে? মানে চুক্তি নবায়নের সম্ভাবনা কতটুকু?

হোয়াটমোর : খুব দ্রুতই এটা মীমাংসিত হবে। চার সপ্তাহের মধ্যে নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং নিযুক্তের মধ্যে চূড়ান্ত কথাবার্তা হবে।

২০০০ : খুব সম্প্রতি ইন্টারনেটের সরবরাহিত সংবাদ থেকে জানলাম, আপনি ভারতীয় ক্রিকেট দলে কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন? আমরা কি ধরে নিতে পারি, এরপর আপনাকে আমরা ভারতীয় দলের সঙ্গে দেখবো?

হোয়াটমোর : আমি! ভারতীয় দলে! কতদিন আগের সংবাদ এটি? আমি নিজেও এটা শুনেছি। আমি যতদুর শুনেছি, ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত ভারতীয় ক্রিকেটার অনিল কুম্বলের ভাইয়ের ম্যাগাজিনে এ তথ্য বেরিয়েছে মাসখানেক আগে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওই পত্রিকার কেউ কথা বলেনি। এটা খুবই আনফেয়ার ব্যাপার। এ বিষয় নিয়ে ভারতীয় দলের কারো সঙ্গে কথাও হয়নি।

২০০০ : তাহলে কি আমরা ধরে নেব বাংলাদেশের সঙ্গে আপনার চুক্তি নবায়ন হতে যাচ্ছে?

হোয়াটমোর : হতে পারে আবার না-ও হতে পারে।

২০০০ : সম্প্রতি ওয়াসিম আকরাম এক সাক্ষাৎকারে খেদ প্রকাশ করে বলেছেন, পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেট দুর্বল। সারা পৃথিবীতেই অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড সবাই ঘরোয়া ক্রিকেটকে এখন খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কি?

হোয়াটমোর : ঘরোয়া ক্রিকেটকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। বাংলাদেশের ক্রিকেটোমোদীরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবার যে স্বপ্ন দেখছে বা দেখতে শুরু করেছে, তার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটের উন্নয়ন খুব জরুরি। এখন যে জাতীয় দল খেলছে, এ দলই স্বপ্ন পূরণ করবে, বাস্তবতার শর্তে আমি তা মনে করি না। তবে এ দল যেভাবে এগুচ্ছে, তার ভিত্তিকে আরো জোরালো করার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটকে অনেক বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মান বাড়াতে হবে। অনূর্ধ্ব ১৯, অনূর্ধ্ব ১৮, অনূর্ধ্ব ১৭ টিম করে খেলাতে হবে। দেশের ছয়টি বিভাগেই ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মেধাবী, প্রতিভাধর ক্রিকেটার। তাদের খুঁজে পেতে এবং জাতীয় দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তিতে স্থান দিতে এ টুর্নামেন্টগুলো জরুরি। চার দিনের টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে হবে। এভাবে অনায়াসেই এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে। ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্তর, মান বাড়বে। তীব্র হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা স্কুলিং।

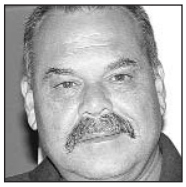

যে তথ্যটি মিডিয়া জানে না, সেটা হলো, আমি সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে কম অর্থের বিনিময়ে কাজ করা পেশাদার কোচ। এটা খুবই বিস্ময়কর, তাই না?

বিকেএসপির মতো ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়াতে হবে।

২০০০ : কিন্তু এই যে স্কুলিংয়ের ওপর জোর দিচ্ছেন বেশি, কিন্তু আমরা উপমহাদেশের ক্রিকেট ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে দেখি এখন পর্যন্ত যারা সেরা ক্রিকেটার, ইমরান খান, কপিল দেব, ওয়াসিম আকরাম, শচীন, সৌরভ, ডি সিলভা, শোয়েব বা অন্যান্যরা সবাই হচ্ছে সহজাত উঠে আসা প্রতিভা, তো স্কুলিং মানে ক্রিকেটার বানানোর কারখানা কি সহজাত প্রতিভাকে নষ্ট করে দিয়ে একটা পুরোপুরি সিস্টেমেটিক, মেকানিক্যাল এপ্রোচ নিয়ে আসবে না?

হোয়াটমোর : না। আমি তা মনে করি না। স্কুলিংয়ের ওপর অবশ্যই আমার জোর বেশি। কিন্তু এর আগে আমি বেশি জোর দিচ্ছি দেশব্যাপী বিভাগীয় প্রতিযোগিতার ওপর। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যত বেশি হবে, অংশগ্রহণকারী যত বাড়বে, যত সংগঠিত হবে, তার ভেতর থেকে নির্বাচকরা একজন ভালো পেসার, ভালো স্পিনার, ব্যাটসম্যান খুঁজে বের করার সুযোগ বেশি পাবেন। প্রচুর সুযোগ তৈরি হবে। আর স্কুলিংটা খুব জরুরি এ কারণে ক্রিকেটারের মেধাকে দক্ষতার ছাঁচে ঢালাই করে মানসিক এবং শারীরিকভাবে যোগ্য করার জন্য এর বিকল্প নেই। এবং এটা সহজ নয়। এর জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বাজেট এবং ক্রিকেটারের জন্য ভালো ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে। স্কুলিং মানে শুধু ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিংয়ে দক্ষ হওয়া বা শারীরিক যোগ্যতা অর্জন নয়, এসবসহ একজন ক্রিকেটারের দৈনন্দিন জীবন যাপনে শৃঙ্খলা অর্জন, মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ, গণতান্ত্রিকভাবে ভাবতে শেখা, সবার সঙ্গে মেশার ক্ষমতা অর্জন করা, ইংরেজিতে পারদর্শিতা অর্জন, কম্পিউটারে দক্ষ হওয়া এবং প্রতিনিয়ত সারা পৃথিবীতে ক্রিকেট বা অন্যান্য খেলা, সম্ভব হলে অন্যান্য তথ্যের দিক থেকেও এগিয়ে থাকার যোগ্যতা অর্জন করা।

২০০০ : আবার একটু জিম্বাবুয়ের প্রসঙ্গে আসি। জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের টেস্ট ও একদিনের আর্ন্তজাতিক সিরিজ জয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া তো অবশ্যই খুবই আনন্দের, কিন্তু এতে আরো বেশি দায়িত্ব অনুভব করছেন কি বা আদৌ এভাবে ভাবছেন কি?

হোয়াটমোর : আমি অবশ্যই খুব সন্তুষ্ট, আনন্দিত। প্রত্যাশার মতো ফলাফল পেয়েছি, সেটা তো কিছু দায়িত্ব বাড়িয়েছেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে এটাকে একটা বাস্তব দৃষ্টি থেকে দেখতে চাই। সেটা হলো, দায়িত্ব হচ্ছে এটা মাথায় রাখা, আমাদের মাঠে খেলতে হবে। বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ক্রিকেট ইতিহাসে এটা একটা খুবই বড় অর্জন। এখন আমি মনে করি না আকাশে মেঘ আছে, মেঘ এখন মাটিতে। তাই মাঠে খেলতে হবে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে।

২০০০ : কেউ কেউ বলেছেন জিম্বাবুয়ে টিম খুব তরুণ ছিল, আগের অভিজ্ঞ দল ছিল না বলে আমরা জিতেছি। এমন মন্তব্যের ক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য কি?

হোয়াটমোর : এক অর্থে এ কথাকে আমি সমর্থন করি। কিন্তু সেটা জিম্বাবুয়ে দলের সমস্যা। আমরা দেখেছি তাদের স্কোর ছিল কেবল ২০০'র ওপরে। আমাদের সেটা মোকাবেলা করতে হবে। আমরা তা করেছি।

২০০০ : জিম্বাবুয়ে টিমে আমরা খেয়াল করলাম টাটেন্ডা টাইবুর মতো একজন ম্যাচ জেতানো স্থির মস্তিষ্কের খেলোয়াড়কে। কিন্তু আমাদের তা নেই, তো এ বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন। আমাদের কেন একজনও ম্যাচ জেতানো ব্যাটসম্যান বা বোলার নেই?

হোয়াটমোর : আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে ম্যাচ জেতানোর পটেনশিয়ালিটি আছে। এখন আমরা সেরকম খেলোয়াড় তৈরির প্রক্রিয়াতে আছি। টাইবু নিঃসন্দেহে ভালো খেলোয়াড় এটা আমি মানি, কিন্তু আমরা সেরকম ক্রিকেটার তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াতে আছি। বিশেষ কারো নাম উল্লেখ করবো না এখন। কিন্তু সময় খুব বেশি দূরে নয় এটা পরিষ্কার হবার জন্য।

২০০০ : আমাদের এখনকার দলে ব্যাটিং লাইনে সমস্যাটা কোন জায়গায় মনে করেন?

হোয়াটমোর : মিডল অর্ডারে। আমাদের মিডল অর্ডারে কঠোর পরিশ্রম করতে পারবে, দায়িত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারবে এরকম কিছু তরুণ ক্রিকেটার দরকার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, বিচারে আমি এমন মনে করি না যে আমাদের সেরকম খেলোয়াড়ি যোগ্যতা কারো নেই। আমরা এখন চাপ এবং দায়িত্ব কি করে নিতে হয়, তা শিখছি, শেখার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য এটাও একটা বিশাল ব্যাপার যে সমস্যা ধরতে পারছি এবং সেটা উত্তরণের পথ খুঁজে পাচ্ছি।

২০০০ : জিম্বাবুয়ের সঙ্গে খেলায় দেখেছি আমাদের বোলাররা কৃতিত্ব দেখিয়েছে বেশি, আবার বোলাররা রানও করেছে ভালো। এছাড়া আমাদের পেসার কেবল একজনই, স্পিনার আছে তিনজন, তিনজনই বাঁহাতি, তো এটা কি একটা ব্যালেন্স টিম মনে হচ্ছে?

হোয়াটমোর : ব্যালান্স টিম কি-না উত্তরে আমি প্রক্রিয়ার কথাই বলবো। আমরা এখন ভালো, দক্ষ এবং ব্যালান্স টিম হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি। বোলাররা রান পেয়েছে এটা ঠিক। এর কারণ হলো, আমার অভিজ্ঞতা বলে, ২০০৫-এ এসে একজন ক্রিকেটারকে মাল্টি-স্কিল্ড হতে হবে । এটা টিম স্পিরিট বাড়ায় এজন্য নয়, এটা মাঠে খেলার অনেক সুযোগ তৈরি করে। যদি তুমি জিততে চাও, তোমাকে এটা অর্জন করতেই হবে। অবশ্যই দুটি বিষয়ে দক্ষ হতে হবে ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং অথবা বোলিং এবং ফিল্ডিং। যদি তুমি ভালো ব্যাটিং করো, তবে ফিল্ডিং ভালো হবে। ভালো বোলিং করলেও ফিল্ডিং ভালো করতে হবে। বাংলাদেশের মতো একটি টিমকে জিততে হলে মাল্টি-স্কিল্ড না হয়ে উপায় নেই।

২০০০ : মাল্টি-স্কিল্ড যোগ্যতার পাশাপাশি আর কি চাই ক্রিকেটারের?

হোয়াটমোর : আরো একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রয়েছে, সেটা হলো এথলেটিক বেইজড খেলোয়াড়। ২০০৭-এর মধ্যে আমরা একটা ভালো দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিততে পারবো না, যদি আমরা টিমের মধ্যে প্রতিটি খেলোয়াড়ের মধ্যে ভালো এথলেটিক স্পিরিট না আনতে পারি। ব্যাটিং, ফিল্ডিং এবং বোলিংয়ের দক্ষতা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াবে যদি খেলোয়াড়দের মধ্যে এথলেটিক বেইজড তৈরি করা যায়।

২০০০ : আমাদের ফিল্ডিং তো ভালো হচ্ছে না। এখনও মাঠে ফিল্ডাররা ক্যাচ ফেলে দেয়, সরাসরি স্ট্যাম্পে বল থ্রু করতে পারে না....

হোয়াটমোর : ফিল্ডিং ভালো হচ্ছে না এটা ঠিক না। আগের চাইতে ভালো হয়েছে। ক্যাচ ফেলে দেয়া তো সারা পৃথিবীর বড় বড় টিমরাই করছে, এটা বিষয় না। তবে ফিল্ডিংয়ের পারদর্শিতা বাড়ানোর জন্য ট্রেইনার দরকার।

২০০০ : ক্রিকেটের মাঠে আসলে দুই ধরনের খেলা হয়, টেকনিকের সঙ্গে টেকনিকের যেমন, মানসিক চাপের সঙ্গেও খেলা হয়, তো দুটো বিষয়েই দক্ষ হবার জন্য আপনার কোচিং পদ্ধতিতে কোনটার প্রাধান্য?

হোয়াটমোর : আমার কোচিংয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, আমি দলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরির চেষ্টা করি। মাঠে একজন ক্রিকেটার হচ্ছে একজন নৃত্যশিল্পীর মতো। তাকে যেমন নাচের কৌশল নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করতে হয়, তেমনি দর্শক কিভাবে নিচ্ছে সেটাও মাথায় রাখতে হয়। আমি মনে করি আমার দলে যুক্ত হবার পর একটা পরিবর্তন এসেছে অর্থাৎ আমি পরিবর্তন এনেছি। এটা শ্রীলঙ্কান টিমেও এনেছিলাম। সেটা হলো প্রথমত আত্মবিশ্বাস তৈরি এবং যার যেখানে টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে, সেটার ওপর জোর দিয়ে তা কাটিয়ে ওঠা এবং দক্ষতাকে আরো শাণিত করা, বাড়ানো। আর মানসিক দক্ষতা খুব জরুরি, এটাও কিন্তু কোচিংয়ের অংশ। এ দুই দক্ষতা মিলে দলের মধ্যে একটা ব্যালান্স তৈরি করে। কারণ একজন টেকনিক্যালি খুব দক্ষ কিন্তু মানসিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারলো না, সেটা ক্ষতিকর। তাই দুটোই দরকার।

২০০০ : বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন হাবিবুল বাশারকে নিয়ে আপনার রেটিং কেমন?

হোয়াটমোর : হাবিবুল বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি রান স্কোরার। নিঃসন্দেহে ভালো ক্রিকেটার। তার সংগ্রহে আছে ২০০০-এর বেশি রান, ভালো ফিল্ডার। আমার কাছে হাবিবুল ইউনিক। আমি তার ব্যাটিং নিয়ে বলছি। তার ব্যাটিং ইউনিক।

অন্যরা তার মতো ব্যাটিং করে না। সে আক্রমণাত্মক খেলোয়াড় নয়। তার রেকর্ড বলে তার অনেক বেশি সেঞ্চুরি (৩টি) না থাকলেও অনেক ফিফটি আছে। এটা একটা খুব ভালো রেকর্ড।

২০০০ : এটা তার খেলোয়াড়ি যোগ্যতা, কিন্তু একজন ক্যাপ্টেন হিসেবে তাকে কি মনে করেন?

হোয়াটমোর : হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন হিসেবে তার টেম্পারমেন্ট খুবই চোখে পড়ার মতো। খুবই ভালো। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। দেখতে খুব সাধারণ ধরনের। ক্যাপ্টেন্সির জন্য এটা খুব কাজ দেয়। হাবিব খুবই সহজ এবং সাবলীল। মানুষ জানে সে একটা ইউনিক দলের ক্যাপ্টেন। কিন্তু এতে সে আবেগায়িত নয়। জরুরি সিদ্ধান্তের প্রশ্নে শান্ত থেকে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে। তার এপ্রোচ অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। সবার সঙ্গে মিশতে পারে। ক্যাপ্টেনের জন্য এগুলো জরুরি।

২০০০ : বাংলাদেশের মতো 'স্লিপিং জায়েন্ট' ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন হওয়ার কি যোগ্যতা থাকা দরকার, তা কি নির্দিষ্ট করে বলতে পারবেন?

হোয়াটমোর : আসলে মানুষ মাত্রই বৈশিষ্ট্যে অনেক ভিন্নতা থাকে এটাই স্বাভাবিক। এখন যদি একসেট গুণ ছড়িয়ে দিয়ে বলা হয়, ভালো ক্যাপ্টেনের এগুলো চাই, তো ভয়ঙ্কর সমস্যা। তবে একজন ওয়ান্ডারফুল ক্যাপ্টেন চাই। ট্যাকটিক্যালি সাউন্ড। ভালো খেলোয়াড়। খেলার মাঠে এবং দলের ভেতরে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা। খুবই গণতান্ত্রিক হতে হবে, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে। অন্য সবাইকে এর মধ্যে আনতে হবে। ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সাহসী এবং যৌক্তিক।

২০০০ : বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড, বিসিবি সম্পর্কে কিছু বলেন। বিসিবি, সিলেকশন কমিটি এবং কোচ নিয়ে বলুন। এ ক্ষেত্রে কোচের স্বাধীনতা কতটুকু?

হোয়াটমোর : বিসিবির সঙ্গে আমার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। এখানে আমি যে কৌশল অবলম্বন করি, সেটা হচ্ছে কথা বলা, মত দেয়া। ডেঞ্জার্স টু টক এবাউট সিলেকশন, ডেঞ্জার্স টু টক এবাউট সার্টেন ম্যাচেস উইথিন ক্রিকেট বোর্ড অফিস। কিন্তু আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় আমি সুখী কি-না, উত্তর হচ্ছে অবশ্যই। খুবই। গুলশানে অবস্থিত নাভানা টাওয়ারের পঞ্চম তলায় কাজ করাটা আমার জন্য স্বাচ্ছন্দ্যময়।

২০০০ : যখন ন্যাশনাল টিম গঠিত হয়, তখন টিম বাছাইয়ে আপনার ক্ষমতা কতটুকু থাকে?

হোয়াটমোর : আমিই তো নির্বাচক। নির্বাচক মন্ডলীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায়, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত হয় এবং যথেষ্ট মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারি। কাজে হস্তক্ষেপ হয় না।

২০০০ : আপনার কোচিং কেরিয়ার কত দিনের?

হোয়াটমোর : ১৫ বছর।

২০০০ : রেকর্ড বলে ক্রিকেটার হিসেবে আপনার সফলতা খুব বেশি নয়, কোচ হিসেবে সফল হয়ে গেলেন। তো ভালো কোচ হওয়ার জন্য ভালো ক্রিকেটার রেকর্ড থাকা কি জরুরি?

হোয়াটমোর : মৃদু হাসি। ক্রিকেটার হিসেবে আমার রেকর্ড হলো আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচ খেলেছি সাতটি আর একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছি ১টি। মাত্র ১টি। হা:হা:।

১৩ বছর বয়স থেকে খেলেছি। আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার জন্য আমি মনে করি আমার অর্জন যথেষ্ট। অন্যকে বোঝা, ক্রিকেটারের দক্ষতা, কৌশল বোঝা, মানসিক চাপ, শারীরিক প্রেসার বোঝার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমার নির্দিষ্ট দুর্বল দিক হলো মানসিকভাবে আমি শক্ত ছিলাম না। আমার এ দিকটি আমাকে খুব সহায়তা করেছে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা, ব্যক্তিকে বোঝা, ঘটনা প্রবাহকে সংজ্ঞায়িত করা ইত্যাদি।

দুই বছরের শেষে আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নতির গ্রাফ যথার্থ নির্দেশনায় এগুচ্ছে। উন্নতির গতি ধীর, কিন্তু খুবই অর্থপূর্ণ এবং অবশ্যই সঠিক পথে যাচ্ছে

২০০০ : তার মানে কি ভালো ক্রিকেটার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা জরুরি নয়?

হোয়াটমোর : আমি মনে করি একজন সফল কোচের জন্য ভালো ক্রিকেটার হিসেবে ব্যাকগ্রাউন্ড থাকাটা খুবই সহায়ক, ক্রিকেটারদের বোঝার জন্য কিন্তু এটা শতভাগ জরুরি এমন নয়। অর্থাৎ বোঝাতে চাইছি এটা সহায়তা করে, কিন্তু খুব আবশ্যক নয়। এটা থাকলে সহজেই খেলোয়াড়, এর টেকনিক বোঝায় সহায়তা করে। কোচের অনেক দিক থাকতে হয়।

২০০০ : ১০ বছর আগেও পেশাদার কোচ বিষয়টা ছিল না, তো এখন যে এ বিষয়টা দাঁড়িয়ে গেল, এটাকে তো সমর্থন করবেনই জানি, কিন্তু সমর্থনের পক্ষে ব্যাখ্যা করুন।

হোয়াটমোর : ক্রিকেট খেলা হচ্ছে দীর্ঘ দিন ধরে। কিন্তু একজন পেশাদার কোচের গুরুত্ব ছিল না। গুরুত্ব কেন থাকবে, সেটাও স্পষ্ট ছিল না।

কোচ হলো গ্রুপের একটি অংশ। আগে দলে এক ধরনের ম্যানেজারশিপ ছিল, ম্যানেজার হলো দলে আসবে আর যাবে, সব সময়ের জন্য দায়িত্বশীল ছিল না। পেশাদার না থাকায় এটা হতো। কিন্তু কোচ হলো দলে দৈনিক সঙ্গী। ২৪ ঘন্টার জন্য। কোচকে দলের যত্নশীল, দায়িত্বপূর্ণ সঙ্গী হিসেবে থাকতে হয়। শিক্ষক, শক্ত সিদ্ধান্তদাতা, বন্ধু, সমব্যাথি, সংগঠক, দ্রুত কাজ করার যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ হতে হয়। অর্থাৎ কোচকে মানুষ, মানে খেলোয়াড় কিভাবে ম্যানেজ করতে হয়, সেই ম্যানেজমেন্টটা জানতে হয়, এটা তো ম্যানেজারের পারার কথা নয়। পেশাদারিত্ব থাকার কারণে কোচ তার প্রতিটি বৈশিষ্ট্য দায়িত্বের সঙ্গে পালন করে। ফলে কোচিংয়ে সফলতা আসে আর পেশাদার কোচ বিষয়টিও দাঁড়িয়ে যায়।

বিভিন্ন খেলোয়াড় বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছে, তাদের আবেগ, চিন্তার ধরন বিভিন্ন, খেলেও ভিন্ন, ভিন্ন স্টাইলে। কোচকে এগুলো বুঝতে হয়, এগুলো বুঝেই উন্নয়নের রাস্তা তৈরি করতে হয়।

২০০০ : জাতীয় দলের বিভিন্ন খেলোয়াড় সম্পর্কে একজন একজন করে মন্তব্য করুন।

হোয়াটমোর : না। এটা সম্ভব না। এটা বলতে গেলে অনেক ধরনের সমস্যা তৈরি হবে। ব্যক্তিভেদে অনেক সমস্যা আছে, আবার অনেক গুণ আছে। সাধারণ মন্তব্য করতে পারি। সেটা হলো সবাই ভালো করছে, সব সময় ভালো কিছু করার চেষ্টা করছে।

২০০০ : ভালো দিকগুলোই বলুন?

হোয়াটমোর : মাশরাফি, ও-তো 'পাগলা' হিসেবে পরিচিত। ফার্স্ট বোলার। তার টেকনিক ন্যাচারাল। তার দুই পায়ের হাঁটুতে অপারেশন করার পরও, ২০/২১ বছরের ছেলে, সে ইনজুরিতে আক্রান্ত থাকে এবং ফিজিক্যালি ফিট নয় এটা বলা ফেয়ার হবে না। প্রতিপক্ষের জন্য সে মেন্টাল প্রেশারের কারণ। মানজারে, এনামুল, রফিক, নাফিস ভালো খেলছে, খেলবে। চেষ্টা আছে। টিম স্পিরিট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা আমার জন্য খেলবে না। তারা তাদের নিজেদের জন্য খেলবে। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সম্মানের কালচার আমি খুঁজি। প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাপোর্ট দিয়ে যাবে।

২০০০ : পরবর্তী খেলা ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ড এ মুহূর্তে খুবই ভালো দল, তো কেমন লড়াই হবে আশা করছেন?

হোয়াটমোর : আমরা মাঠে খেলবো। ভালো খেলবো। এটুকু বলতে পারছি।

২০০০ : নিজের সম্পর্কে সাধারণ তথ্য বলুন পাঠকদের।

হোয়াটমোর : জন্ম ১৬ মার্চ, ১৯৫৪ সালে, শ্রীলঙ্কায়। আমার বাবা শ্রীলঙ্কান, মা-ও শ্রীলঙ্কান জন্মসূত্রে। কিন্তু মা'র পরিবার ছিল ডাচ। ওরা অনেক আগেই মাইগ্রেট করে শ্রীলঙ্কায় এসেছিল। অন্যভাবে বলা যায়, অ্যাংলো-শ্রীলঙ্কান। মজার ব্যাপার হচ্ছে জন্মসূত্রে শ্রীলঙ্কান হলেও আমি বড় হয়েছি অস্ট্রেলিয়ায়। কারণ, আমার এক আঙ্কেল প্রথমে অস্ট্রেলিয়ায় মাইগ্রেট করে, এরপর বাবাসহ সবাই। আমার বাবা ডেভেনল ক্লিফোর্ড হোয়াটমোর, আমি ডেভেনল ফ্রেডরিক হোয়াটমোর, আমার ছেলে ডেভেনল নিউটন হোয়াটমোর, আমরা সবাই ডেভেনল। এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়েটি অস্ট্রেলিয়ায়। ছেলে শ্রীলঙ্কায় তার মায়ের সঙ্গে থাকে। আমরা অস্ট্রেলিয়াতেই ছিলাম। কিন্তু ১৯৯৯ সালে আমি এবং আমার স্ত্রী ক্যারিন হোয়াটমোর আমরা শ্রীলঙ্কাকে ভালোবেসে ফেললাম এবং ঠিক করলাম আমাদের যতদিন ভালো লাগবে, আমরা শ্রীলঙ্কায় থাকবো।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**